দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 12 NOV 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

ক্যাম্পাস উত্তপ্ত

ছাত্র ঐক্যের কর্মীদের সহিত পুলিশের সংঘর্ষ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ।। খুলনায় ছাত্র সমাবেশে পুলিশের হামলা ও ছাত্র নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট বিক্ষোভের কারণে গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিন এলাকায় কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের কর্মীদের সহিত পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এক পর্যায়ে পুলিশ ৮/৯ রাউণ্ড কাঁদনে গ্যাস নিক্ষেপ করে।

(১ম পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ক্যাম্পাস

(১ম পৃঃ পর)

একই সময়ে পার্শ্ববর্তী লেকচার থিয়েটার ভবন এলাকায় ২ রাউণ্ড গুলীবর্ষণ হয়। কেহ হতাহত হয় নাই।

খুলনা হাদিস পার্কের ছাত্র সমাবেশে পুলিশের হামলার প্রেক্ষিতে গতকাল সকাল হইতে কলাভবন এলাকায় বিক্ষোভ শুরু হয়। ছাত্র ঐক্যের বিভিন্ন হল শাখার নেতা-কর্মীরা অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জমায়েত হইয়া বিক্ষোভ মিছিল বাহির করে। মিছিলটি কলাভবন প্রদক্ষিণ করার সময় এক পর্যায়ে ডাকসু ভবনের সম্মুখে উত্তেজনা দেখা দেয়। মিছিলকারীরা পুলিশের প্রতি ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করিতে থাকে। পুলিশও মারমুখী হইয়া উঠে। দুইপক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। পুলিশ ছাত্রদের অবস্থানে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করিতে থাকে। কলাভবনের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হইয়া উঠে। প্রাণভয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা দিক-বিদিক ছুটাছুটি শুরু করিয়া দেয়। কলা ভবনের বিভিন্ন তলায় চোখ ধোয়ার জন্য বাথরুমের কলের পার্শ্বে ভীড় জমিয়া যায়। মধুর কেন্টিনের পার্শ্বে ছাত্র ঐক্যের কর্মীদের সহিত পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার সময় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্রলীগের (ম-ই) একটি সভা চলিতেছিল। কাঁদানে গ্যাস এবং পুলিশের হামলা হইতে রেহাই পাওয়ার লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা দৌড়াদৌড়ি শুরু করিলে ছাত্র লীগের এই সভা তাড়াতাড়ি শেষ করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শী একজন ছাত্র জানান কলাভবনের এক পার্শ্বে পুলিশের সহিত ছাত্রদের সংঘর্ষ চলিতেছিল, অন্য পার্শ্বে ছাত্রলীগের সমাবেশে আতংক। সারা কলাভবন জুড়িয়া ভীতিকর পরিবেশ। অকস্মাৎ লেকচার থিয়েটার ভবন এলাকা হইতে কে বা কাহারা পর পর ২ রাউণ্ড ফাঁকা গুলী ছুড়িলে তীব্র আতংকের সৃষ্টি হয়। প্রায় ১০ মিনিট ধরিয়া এই অবস্থা অব্যাহত থাকে। এক পর্যায়ে পরিস্থিতি শান্ত হইয়া আসিলে ছাত্রলীগ (ম-ই) ছাত্রদল, কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য পৃথকভাবে বিক্ষোভ মিছিল বাহির করে। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মিছিলে পরস্পর বিরোধী শ্লোগান ধ্বনিত হয়।

ছাত্র ঐক্য মধুর কেন্টিনের সম্মুখে এক ছাত্র সমাবেশে ক্যাম্পাসে পুলিশের হামলার নিন্দা করিয়াছে। সমাবেশে বলা হয়, পুলিশবাহিনী সরকারের ইঙ্গিতে গণতান্ত্রিক শক্তির উপর হামলা অব্যাহত রাখিয়াছে।

সমাবেশে ক্যাম্পাস হইতে পুলিশ প্রত্যাহার করিয়া নেওয়ার আহ্বান জানান হয়। ছাত্রনেতা রাগিব আহসান মুন্না, আবদুল্লাহ হিল কাইয়ুম, মোহসীন সরকার, আসলাম খান প্রমুখ সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

ছাত্রলীগ (ম-ই) মধুর কেন্টিনের সম্মুখে এক ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে বলা হয়, ছাত্র দলের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জের হিসাবে ক্যাম্পাসের পরিবেশ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এক গ্রুপের নেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করায় ক্যাম্পাসে গুলীবর্ষণ করা হয়। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহীম, ছাত্রনেতা খিজির হায়াত লিজু, পংকজনাথ সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি বেলা ১২টায় ডাকসু ভবনের সম্মুখে এক ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে বলা হয়, ছাত্রলীগের (ম-ই) সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাসের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্রে মাতিয়া উঠিয়াছে। তাহারা চায় না বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শিক্ষাকার্যক্রম অব্যাহত থাকুক। সমাবেশে সন্ত্রাস প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান হয়। শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, শাহজাহান হাওলাদার সুজন, মনোয়ার হোসেন রানা সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

ক্যাম্পাসে পুলিশের হামলা ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্রমৈত্রী, ছাত্রলীগ (বা-কা), ছাত্র ফেডারেশন পৃথক বিবৃতি প্রদান করিয়াছে।